: গবেষণা–সন্দর্ভের বস্তুসার :

ভারতবর্ষের মতো আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-অগ্রসর একটি দেশে নারী-অবরোধের সমস্যাটি শতাব্দী-বাহিত। হিন্দু শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে নারীশিক্ষাকে অবদমন করা হয় নি, কিন্তু অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসে দেখা যায় মনু-সংহিতার অপব্যাখ্যা ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ নারীর অগ্রগতি ও বিকাশের আকাঙ্ক্ষাকে পদে পদে বাধা দিয়েছে। সতীদাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা এবং বিধবাদের স্বার্থত্যাগের, ক্লেশকর জীবনযাপনের ভাগ্যলিপি পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই সৃষ্টি! বৈধতা দেবার জন্য তার ওপর একটা শাস্ত্রীয় (অপ) ব্যাখ্যার আবরণ দেওয়া হয়েছিল মাত্র!। মেয়েরা যাতে জ্ঞানের আলোকে পরিপার্শ্ব ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন হ'তে না পারে সেজন্য মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষাও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। শেখানো হতো গার্হস্থ্য, দাম্পত্য, পুরুষকে রতিসুখ দান ও সন্তান উৎপাদনই মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ! কিন্তু পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে-দেওয়া এই অবরোধের অর্গল দ্রুত ভেঙেছে, ঊনিশ শতকের নবজাগরণ ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ভারতীয় নারীকে অবরোধের অন্তরাল থেকে সুস্থ মুক্ত জীবনের প্রাঙ্গনে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিদ্যাসাগর-রামমোহনের মতো মনীষী এবং বেগম রোকেয়া বা শৈলবালা ঘোষজায়া, ইন্দিরা দেবী, সুনীতি দেবীর মতো মহীয়সী মহিলাদের উদ্যোগে বাঙালি নারী অবরোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেলেন, সমাজে নিজেদের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর শোনাতে ও চেনাতে তৎপর হ'য়ে উঠলেন। বিংশ শতাব্দীতে নারী শিক্ষার ক্রমাগ্রগতি মেয়েদের অগ্রগমনকে আরো একটু ত্বরাণ্বিত করল। কিন্তু শহর বা গ্রামে, গৃহাঙ্গনের অভ্যন্তরে তথাকথিত 'সুখী' সংসারের চোরাবালিতে অবরোধের অবশেষ এখনও রয়ে গিয়েছে। অবরোধ ভাঙার লড়াই চলছে, তবে সেই লড়াইতে মেয়েদের চূড়ান্ত জয় এখনও আয়ত্ত হয়নি।

এমনই এক অবরোধের পরিবেশে জন্মগ্রহণ ক'রে আশাপূর্ণা দেবী নূন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আশীর্বাদ না পেয়েও, একক নিরলস প্রয়াসে সাধারণ 'ঘরের পড়া'র মাধ্যমে তাঁর চারপাশের সমাজ-পরিবেশ ও বাইরের পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টি ও বীক্ষা অর্জন করেন। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় না থাকলেও একান্ত নিজের ভাষায়, নিজস্ব শৈলীতে লিখে গেছেন বাঙালি অবরোধবাসিনীদের নিরুদ্ধ যন্ত্রণা, তাদের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার আর্তি। তাঁর জনপ্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম 'ত্রয়ী' উপন্যাস যেন কিছুটা আত্মজীবনেরই প্রতিফলন - প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাঙালি মেয়েদের যে অবরুদ্ধ হবার যন্ত্রণা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই-ই লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর কথাসহিত্যে। উপস্থাপিত গবেষণা-সন্দর্ভে আমরা আশাপূর্ণা দেবীর কথন-বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে দেখাতে চেয়েছি বাঙালি সমাজের অবরোধবাসিনীদের যন্ত্রণা ও মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা কী অকৃত্রিম দরদে ও নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতায় তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছে! এজন্য আমরা অনুসন্ধান করেছি আশাপূর্ণা দেবীর

সমকালীন পরিবেশ, তাঁর বেড়ে-ওঠা ও সংসার জীবনের প্রাত্যহিক কর্তব্যকর্মের মধ্যেও সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যাবার সংগ্রাম; তাঁর পূর্বজা ও সমকালীন লেখিকাদের কাছে তাঁর ঋণ ও স্বাতন্ত্র্য এবং সর্বোপরি তাঁর নির্বাচিত উপন্যাসের শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্যের আলোচনা! আমাদের এই অনুসন্ধান ও তার ফলশ্রুতিকে আমরা পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ক'রে আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে আশাপূর্ণা দেবীর জীবনকথা বিবৃত করেছি। দেখানোর চেষ্টা করেছি যে জন্মসূত্রেই এই মহীয়সী লেখিকা একজন অবরোধবাসিনী! তবুও ঐকান্তিক সৃজন-আকাঙ্ক্ষায় তিনি অবরোধের অর্গল ভেঙে সাহিত্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বিচরণ করেছেন এবং প্রাপ্য স্বীকৃতি আদায় ক'রে নিয়েছেন। তাঁর এই অগ্রগমন ও সাফল্যের ক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর সক্রিয় প্রেরণার প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান ও প্রাপ্ত স্বীকৃতি ও পুরস্কারের কথাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, ইতিহাস-অনুসন্ধান ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি 'অবরোধবাসিনী' বলতে কী বোঝায়? এই প্রসঙ্গে 'অবরোধ' শব্দটির ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, শব্দগত উৎস আলোচিত হয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম সমাজের প্রাচীন শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করেছি নারীর অবরোধের মর্মপীড়ার বীজ ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে গোড়া থেকেই ছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সমস্যা ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, বিদ্যাসাগর-রামমোহনের মতো প্রাগ্রসর মনীষীরা নারীমুক্তির আন্দোলনে এগিয়ে এলেও তাঁদের চলার পথ মসৃণ ছিল না। সমাজের অভ্যন্তরে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা ক'রে তাঁদের এগোতে হয়েছে। 'অবরোধ'-এর বহুবিধ আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য বোঝানোর জন্য আমরা কয়েকটি সূত্র অবলম্বন ক'রে উপ-শিরোনামে বিষয়-নির্দিষ্ট আলোচনা করেছি। যেমন, বাল্যবিবাহের মধ্য দিয়ে অবরোধ, সতীদাহ প্রথার মধ্য দিয়ে অবরোধ, নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে অবরোধ ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা পূর্বজা এবং সমকালীন লেখিকাদের কলমে কীভাবে অবরোধবাসিনীদের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে তা বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশাপূর্ণার পূর্বজাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, অনুরূপা দেবী, গিরিবালা দেবী, শৈলবালা ঘোষ জায়া, শান্তাদেবী সীতাদেবীর কথাসাহিত্য যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি তাঁর সমকালীনদের মধ্যে আশালতা সিংহ, প্রতিভা বসু, সাবিত্রী রায়, বাণী রায়, মহাশ্বেতা দেবী, সুলেখা স্যান্যালের সাহিত্যে প্রতিফলিত অবরোধবাসিনীদের চিত্রও বিশ্লেষিত হয়েছে। তাছাড়া, আশাপূর্ণা দেবীর পরবর্তী প্রজন্মের লেখিকা বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, জয়া মিত্র প্রমুখের সাহিত্যকীর্তিও আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত এঁদের সঙ্গে আশাপূর্ণার স্বাতন্ত্র্যের দিকটিও দেখানোর চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচিত দশটি উপন্যাসের নিবিড় পাঠ-ভিত্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা আমাদের অনুসন্ধানের কেন্দ্রীয় দিক তথা শিরোনামের উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি। নিবিড় বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাঙালি সংসারে অবরোধবাসিনীদের বিবিধ রূপ কীভাবে আশাপূর্ণার একাগ্র পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি রূপে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে তা সুনির্দিষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। দশটি উপন্যাসের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত 'ত্রয়ী' (Trilogy) ছাড়াও 'মিত্তিরবাড়ি', 'উন্মোচন', 'বেগবতী', 'দিনান্তের রঙ', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি উপন্যাসও বিশ্লেষিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা চেষ্টা করেছি আশাপূর্ণা দেবীর শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত দশটি নির্বাচিত উপন্যাসের শিল্পমূল্য বিচার প্রসঙ্গে আশাপূর্ণার বয়ন-নৈপুণ্যের দিকটি উত্তমরূপে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছি। উপন্যাসগুলির শিল্পমূল্য বিচারের ক্ষেত্রে মানদন্ড হিসাবে আমরা আধুনিক শৈলী বিজ্ঞানের সূত্র অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। দেখানোর চেষ্টা করেছি, কোনরকম পশ্চিমী তত্ত্বের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আশাপূর্ণা দেবী নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র শিল্পকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন এবং বিশেষভাবে Women's Dialect-এর ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত শিল্পসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়কে আমরা দু'টি পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে রয়েছে উপসংহার (Conclusion)- এখানে আমাদের যাবতীয় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে প্রদত্ত হয়েছে ব্যবহৃত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার তালিকা (Bibliography) যা যেকোনো সন্দর্ভের অপরিহার্য অঙ্গ।

নথিভুক্তিকরণের জন্য আমরা প্রথমে যে সংক্ষিপ্তসার (Synopsis) জমা দিয়েছিলাম, তাতে এই সন্দর্ভকে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু আশাপূর্ণার কথন-বিশ্ব পরিক্রমা করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে তাঁর ছোটগল্পেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান প্রয়োজন। তাঁর অসামান্য ছোটগল্পগুলিতেও অবরোধবাসিনীরা কোন চেহারায় বা বাস্তবতার কোন মাত্রায় ধরা দিয়েছেন, তা দেখানোর জন্য আমরা সবশেষে একটি **'পরিশিষ্ট'** শীর্ষক অধ্যায় সংযোজন করেছি। এই অধ্যায়টিরও দু'টি স্তর- প্রথম স্তরে নির্বাচিত কিছু ছোটগল্পের দর্পণে অবরোধবাসিনীদের চিত্র উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে সংক্ষেপে গল্পগুলির শিল্পমূল্য বিচার।

সামগ্রিক বিচারে আশাপূর্ণা দেবীর কথা সাহিত্যকে একটি বিশেষ যুগের প্রেক্ষিতে বাঙালি সমাজের নারী অবদমনের ও তাদের মুক্তি-বাসনার শাশ্বত দলিল বলা যেতে পারে।